যু…ন্তর

FEB. 06 2002

তারিখ ………………………
পৃঃ ১০ কলাম ৬……

…কট, অনিয়ম, দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত …েই পটুয়াখালী বালিকা বিদ্যালয়

…াধ

…মস্যায় পড়ে পটুয়াখালী সরকারি …লিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে স্কুলের ছাত্রীদের ওপর। শিক্ষক সংকট, অনিয়ম, দুর্নীতি, প্রাইভেট পড়ানো, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নিয়ম বহির্ভূত টাকা আদায়, ঘরে-বাইরে রাজনীতিসহ বিভিন্ন কারণে স্কুলের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য স্কুলের শত শত ছাত্রী পটুয়াখালী শহরে, বিক্ষোভ মিছিল করেও কোন সুরাহা করতে পারেনি।

পটুয়াখালীতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৪৫ সালের ২৮ অক্টোবর পটুয়াখালী বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। বিদ্যালয়টি ১৯৬৯ সালের ১ জুলাই সরকারি মর্যাদা পায়। বিদ্যালয়ে ২ শাখায় ২২ জন শিক্ষক ও ৮ জন কর্মচারী রয়েছে। শিক্ষকদের ৫০টি পদ থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে ২৮টি পদে কোন শিক্ষক নেই। প্রভাতী ও দিবা উভয় শাখার শিক্ষকদের প্রতিদিন ছয়টির বেশি ক্লাস নিতে হচ্ছে। অনেক সময় কোন শিক্ষক ছুটিতে থাকলে একজনকে আরও বেশি ক্লাস নিতে হয়। স্কুলের চারুকলা শিক্ষকদের দিয়েও নবম ও দশম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পাঠ্যক্রম অসমাপ্ত রেখেই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষা বিপর্যয় এড়াতে এবং শ্রেণী মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করতে বেশিরভাগ ছাত্রীকেই মোটা অংকের টাকা খরচ করে প্রাইভেট পড়তে হয়। অনেক শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়াতে বেশি আগ্রহী। অনেক শিক্ষকের বাসা রীতিমতো কোচিং সেন্টারে পরিণত হয়েছে। শ্রেণী মেধা তালিকায় স্থান পেতে হলে প্রাইভেট পড়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। গতবছর প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষায় মাত্র ৫ জন ছাত্রী 'এ' গ্রেড পেয়েছে। ১৯৯৬ সালে মেয়েদের মধ্যে ১৪ জন স্থান অধিকার করার পর বিগত ৫ বছরে স্কুল থেকে কোন ছাত্রী সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান পায়নি।

পটুয়াখালী : সরকারি বালিকা বিদ্যালয় —যুগান্তর

স্কুলে নামমাত্র একটি লাইব্রেরি থাকলেও তা ছাত্রীরা ব্যবহার করতে পারছে না। লাইব্রেরিয়ান না থাকায় তা ব্যবহারে আরও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্কুলের ছাত্রীরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পটুয়াখালী শহরে বিক্ষোভ মিছিল করতে বাধ্য হয়েছে। মিছিলের পর পরই স্থানীয় অভিভাবক মহল "পটুয়াখালী সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি" শিরোনামে দুটি লিফলেট বের করে। অন্যদিকে শিক্ষকদের কোন্দলের বিষয়ে প্রধান শিক্ষক জানান, স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে কোন কোন্দল নেই। সবাই এক হয়ে কাজ করছে। কোন শিক্ষক যদি স্কুলের সময়ের বাইরে প্রাইভেট পড়ায় সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই। তবে স্কুলের ভেতর কোন শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান না। স্কুলের ছাত্রীদের বিক্ষোভ, তদন্ত ও ম্যানেজিং কমিটি সভা বিষয়ে তিনি বলেন, ছাত্রীরা শিক্ষক সংকট এবং উন্নতমানের নাস্তার জন্য বিক্ষোভ করছে। আমরা নাস্তার মান উন্নয়ন করেছি এবং শিক্ষক দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছি।